দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 OCT 1987 ... ...
পৃষ্ঠা ... . 5 ... কলাম ... ...

কুমিল্লা বোর্ডে কোন্দল

চেয়ারম্যান পদ নিয়ে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডে কোন্দল বেধেছে। ব্যাপারটি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির ফলে বোর্ডের দৈনন্দিন কাজকর্মেই শুধু অচলাবস্থা দেখা দেয়নি, কর্মচারীরা যথাসময়ে বেতনও পান নাই। কবে পাবেন তাও বলা যাচ্ছে না যদিও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু কোন্দলের ফলে তা সম্ভব হয়ে উঠবে বলে মনে হয় না।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে যে, কর্তৃপক্ষ বোর্ডের চেয়ারম্যানের শূন্যপদে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে কলেজ পরিদর্শককে অস্থায়ী চেয়ারম্যান নিয়োগ করলে বর্তমান সমস্যার সূত্রপাত হয়। সচিব এই নিয়োগের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। আদালতে তার আবেদন খারিজ হয়ে যায়। পরে তিনি আবার আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। এ ব্যাপারে এখন রায় দেবার এখতিয়ার মহামান্য আদালতের। আমরা কোন মন্তব্য করতে পারি না।

তবে কোন্দলের পরিণামে কুমিল্লা বোর্ডের দৈনন্দিন কার্যক্রমে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা কারোরই অভিপ্রেত হতে পারে না। কর্মচারীরা বেতন না পাওয়ায় যে অসুবিধায় ভুগছেন একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই কোন্দলের পরিণামে কুমিল্লা বোর্ডের অধীন স্কুল কলেজগুলোর এই আগামী বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের দুর্ভোগ পোহাতে হতে পারে। শিক্ষা বোর্ডের প্রধান কাজ পরীক্ষা গ্রহণ, ফল প্রকাশ ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ। পরীক্ষা গ্রহণের জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি নিতে হয় এবং এবারকার এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক-একটি পর্যায় সমাপ্ত করতে হয়। যে কোন একটি পর্যায়ে অচলাবস্থা দেখা দিলেই এমন কি কর্মসূচীর সামান্য হেরফের হলেও পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত কর্মসূচী ব্যাহত হয়।

এই প্রসঙ্গে সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে সিনিয়রিটির বিষয়টি মীমাংসার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্তব্য স্মরণ করিয়া দিতে চাই। তবে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নে মেধার বিষয়টিও অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের চাকরির গোড়ার দিকেই এই প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন।